

জনতায় পরিবর্তন আসে ধানজিশন



Copyright © 2025 blfbd



প্রকাশনায়

বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ)
এফ. হক টাওয়ার, লেভেল-৭
১০৭ বীর উত্তম সি. আর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ

সম্পাদনায়

এ কে এম আশরাফ উদ্দিন
ইয়াসিন আরাফাত

ডিজাইন

কে. এম নাবীউল হাসান
জুবায়ের আলম

প্রকাশকাল

এপ্রিল, ২০২৫

স্বত্ত্বাধিকার

২০২৫ বিএলএফ। সমস্ত কপিরাইট © সংরক্ষিত। বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের পূর্বানুমতি ব্যতিত, এই প্রকাশনার কোন অংশ/ছবি কোন আকারে বা কোন উপায়ে পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

কিছু কথা

জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর কেবল বৈশ্বিক সংকট নয়; এটি আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা, বিশেষ করে বাংলাদেশে - যা বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী, গত বিশ বছরে জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে শীর্ষ দশে। প্রতি বছর গড়ে ৭০ লাখ মানুষ চরম আবহাওয়ার শিকার হচ্ছেন, এবং প্রায় ৯ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত হয়ে শহরমুখী হচ্ছেন - এই পরিস্থিতিতে বলা হয় জলবায়ু অভিবাসন।

এই জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি শুধু একটি মানবিক সংকট নয়, এটি শ্রমবাজারেও বিপর্যয় তৈরি করেছে। গার্মেন্টস, ট্যানারি, নির্মাণ ও কৃষি খাতে এই অভিবাসী জনগোষ্ঠী অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে যুক্ত হলেও, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও অটোমেশনের কারণে তারা আজ চাকরিচ্যুতির সম্মুখীন হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আগামী ৫ বছরে অটোমেশনের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ৬০% পোশাক শ্রমিক তাদের চাকরি হারাতে পারেন। একটি ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই আসে **জাস্ট ট্রানজিশন** বা ন্যায়সঙ্গত রূপান্তর- এটি এমন একটি ধারণা যা পরিবেশগত সুরক্ষা ও শ্রমিকদের অধিকারকে একসাথে বিবেচনা করে। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে, জাস্ট ট্রানজিশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক পরিবর্তন যেখানে শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ, সামাজিক সুরক্ষা এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের আওতায় থাকবে- যেন তারা জলবায়ু নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, অংশীদার হতে পারেন।

এই প্রকাশনাটি সেই গল্পই বলে - জীবন-সংগ্রাম এবং সম্ভাবনার গল্প। এতে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে শ্রমিক, মালিক, নীতিনির্ধারক ও সমাজ একসাথে এগিয়ে আসতে পারে এক ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যতের পথে।

বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ) এই বইটি সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রকাশ করেছে - যাতে শ্রমিকদের কণ্ঠ উঠে আসে, সবাই বুঝতে পারে, জাস্ট ট্রানজিশন শুধু একটি নীতিমালা নয় - এটি একটি ন্যায্যতার দাবি।

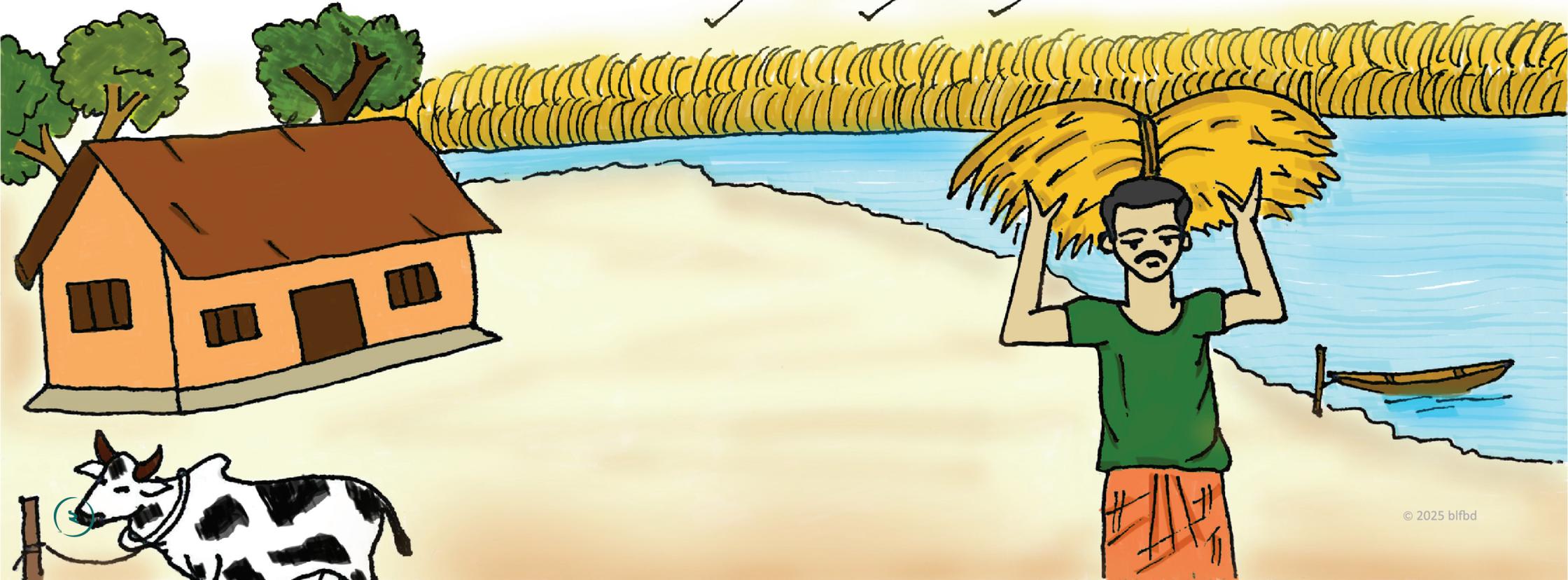
আসুন, এই গল্পের পাতা উল্টে দেখি কেমন হতে পারে আমাদের একটি ন্যায়ভিত্তিক, সহনশীল এবং টেকসই আগামী।

শরীফের গল্প

যমুনার তীরবর্তী চরফুলী গ্রামে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন
কাটাচ্ছিলেন কৃষক শরীফ মিয়া।
উর্বর জমি, গবাদি পশু আর প্রকৃতির সান্নিধ্যে নির্বিঘ্নে দিন কেটে
যাচ্ছিলো।

.....কিন্তু! সেই স্বপ্নকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল এক অদৃশ্য শত্রু-
জলবায়ু পরিবর্তন!

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রকৃতির বিরূপ আচরণ যেন তার
জীবনের গতিপথই বদলে দিচ্ছে। অস্বাভাবিক বন্যা, খরা, আর
ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে
ব্যাহত হচ্ছে।



দুর্যোগের দিন

হঠাৎ একদিন ভয়াবহ নদীভাঙনের কবলে সর্বস্ব হারান
শরীফ মিয়া।

“হায়! হায়! ওটাই তো আমাদের শেষ জমি! সব গেলো রে!”
মাথায় হাত দিয়ে চিৎকার করে বসে পড়েন তিনি।

একের পর এক ফসলি জমি তলিয়ে যায় নদীগর্ভে, ভিটেমাটি ধসে
পড়ে যমুনার স্রোতে। মুহূর্তের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে পড়েন তিনি। ঘরহারা,
খাদ্যহীন ও দিশেহারা শরীফ জীবিকার তাগিদে বাধ্য হন শহরের পথে
পা বাড়াতে।



শহরের বস্তিতে

জলবায়ু অভিবাসনের শিকার
হয়ে শরীফের পরিবার শহরের
এক বস্তিতে ঠাই নেয়।

নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর এই পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া একেবারেই সহজ
ছিল না। শরীফ মনে মনে ভাবেন-
“এই জায়গাটা কি বেঁচে থাকার মতো! কিন্তু উপায় কী?”

জীবিকার সন্ধানে শরীফ মিয়া দিনভর ছোট্টাছুটি করেন, কিন্তু কোনো
কাজ জোগাড় করতে পারেন না।
শেষমেশ এক পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ পান তিনি।

শরীফ কৃষিকাজে দক্ষ হলেও
গার্মেন্টস সেক্টরে ছিলেন অদক্ষ।
তাই কাজও পান তুলনামূলক কম
মজুরিতে।

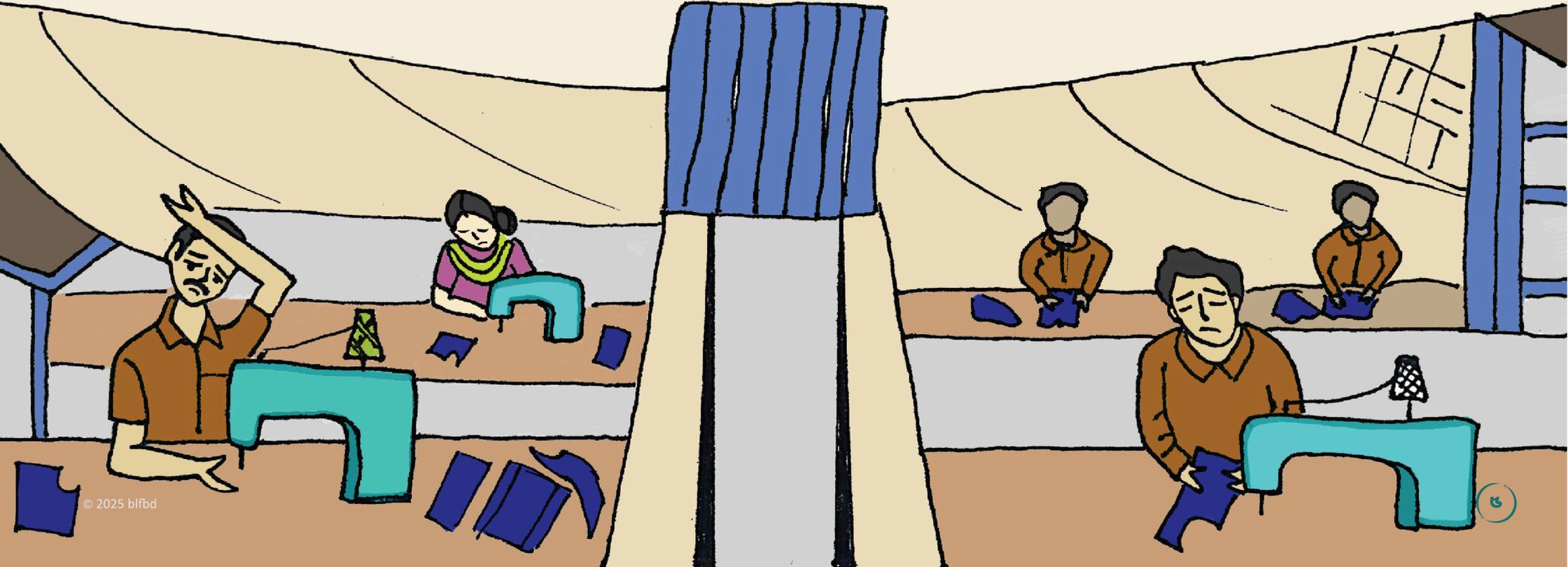


ফ্যাক্টরির কঠিন বাস্তবতা

....এখানেই শেষ নয়!

শহরের জলাবদ্ধতা, কারখানার ভেতরের অসহনীয় গরম, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং বাসস্থানের আশেপাশে কারখানার কালো ধোঁয়া ও বর্জ্যের কারণে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এর ফলে কর্মস্থলে তার অনুপস্থিতি বাড়ে।

উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ায় তিনি নিয়মিতভাবে কাজক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে চিকিৎসার খরচ বহন করা তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পরিবারের খরচ সামলাতে তার স্ত্রী গৃহকর্মীর কাজে যুক্ত হন।



অটোমেশনের আবির্ভাব

কারখানার ম্যানেজার হঠাৎ একদিন জানালেন, প্রতিষ্ঠানে নতুন 'অটোমেটেড মেশিন' আনা হচ্ছে, যা একসঙ্গে অনেক শ্রমিকের কাজ করতে সক্ষম। ফলে অদক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হবে। শরীফের মনে তখন জন্ম নেয় নতুন আশঙ্কা-

এবার তাহলে আমিও...!

এবং কিছুদিন পর অন্যান্য অদক্ষ শ্রমিকদের সাথে তাকেও চাকুরিচ্যুত করা হয়।

চাকরি হারিয়ে শরীফ আরও ভয়াবহ সংকটে পড়েন। বেকারত্ব, সামাজিক অনিরাপত্তা, প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকা; সব মিলিয়ে জীবন আরও কঠিন হয়ে ওঠে। কী করবেন, কোথায় যাবেন, কীভাবে খরচ জোগাড় করবেন; এসব চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি।



চায়ের দোকানে আলাপ

হতাশাগ্রস্ত শরীফ একদিন চায়ের দোকানে বসে আলাপ করেন
চাকরি হারানো অন্য শ্রমিক সাদ্দাম আলীর সাথে।

সাদ্দাম আলী: ভাই, আপনার মতো আমিও চাকরি হারাই-
ছি। তয় শুনছি আমাগো মতো চাকরি হারানো শ্রমিকগো
নিয়া ট্রেড ইউনিয়ন একটা মিটিং ডাকছে। যাইবেন নাকি?

শরীফ (হতাশ হয়ে): ঐখানে গেলে কি হইবো?

সাদ্দাম তাকে জানান যে, সেখানে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অটোমেশনের
ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা
করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সুরক্ষায় **জাস্ট ট্রানজিশন** বাস্তবায়ন
সম্পর্কে বলা হবে।

আমাগো মতো চাকরি হারানো শ্রমিকগো
নিয়া ট্রেড ইউনিয়ন একটা মিটিং ডাকছে।
যাইবেন নাকি?

ঐখানে গেলে কি হইবো?

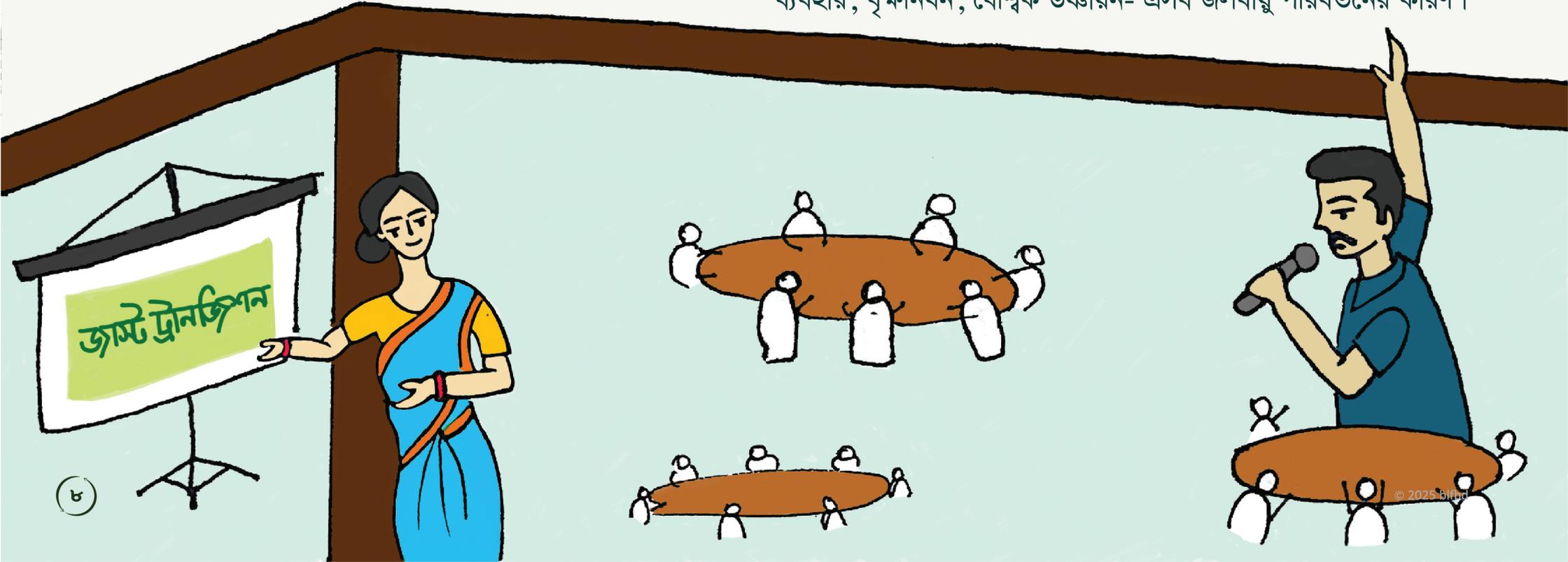


মিটিং ও উপলব্ধি

শরীফ মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করে প্রথমবারের মতো 'জাস্ট ট্রানজিশন' সম্পর্কে জানতে পারেন। এটি এমন একটি ধারণা, যা জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য একটি ন্যায্য সমাধান প্রদান করে।

শরীফ (মনে মনে) : এই তো! এইডাই দরকার আমাগো। আমরা যেন খালি ভুক্তভোগী না হই, অংশীদারও যেন হইতে পারি।

শরীফ আরও উপলব্ধি করেন যে, তার জমি হারানো, শহরে চলে আসা, এবং কর্মক্ষেত্রের কঠিন পরিবেশের মূল কারণ - জলবায়ু পরিবর্তন। চারপাশের কার্বন নির্গমন, বর্জ্য অব্যবস্থাপনা, পরিবেশ দূষণ, প্লাস্টিকের ব্যবহার, বৃক্ষনিধন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন- এসব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ।



জাস্ট ট্রানজিশন বাস্তবায়নের পথ

মূল এজেন্ডা পরিমার্জন

ট্রেড ইউনিয়নের মূল এজেন্ডায় 'জাস্ট ট্রানজিশন' অন্তর্ভুক্তকরণ; জলবায়ু পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করা ও ইউনিয়নের সদস্যদের জাস্ট ট্রানজিশন বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে থাকা শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা তথা বেকারত্ব ভাতা, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদির পক্ষে কথা বলা।

গবেষণা

গবেষণার মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ; খুঁজে বের করা- কারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এবং কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মমতাভিত্তিক নীতি প্রণয়ন

সব শ্রমিকের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে ন্যায্য নীতি বাস্তবায়নে কাজ করা।

শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য দরকষাকষি

চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে থাকা বা দুর্বল অবস্থানে থাকা শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য দরকষাকষি করা।

দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনঃপ্রশিক্ষণ

নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

অর্থায়নের ন্যায্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

ন্যায্যভাবে পরিবর্তন পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা করা।

জ্বালানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

শ্রমিকদের জন্য টেকসই ও সাশ্রয়ী জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা।

দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা

শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নত করতে নীতি নির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা করা।

জেতার বৈষম্য দূরীকরণ

কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করা।

সামাজিক মংলাপের সুযোগ তৈরি

সরকারের জলবায়ু পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের জন্য আলোচনার টেবিলে জায়গা নিশ্চিত করা, সরকারি ও মালিক পর্যায়ে এডভোকেসি করা, স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে সংলাপ আয়োজন করা।

নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা

জলবায়ু পরিবর্তনের জটিলতা মোকাবিলা করতে ও নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করা। সবার অংশগ্রহণে একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসাথে কাজ করা

বৈশ্বিক ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মতো, শ্রমিকদের সংগঠিত করা ও জাস্ট ট্রানজিশনের দাবি তোলা।

শোভন কর্মপরিবেশ দাবি

নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ তৈরির জন্য কাজ করা।

জাস্ট ট্রানজিশন বাস্তবায়ন

শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ন্যায্য ভবিষ্যৎ গঠনের সুযোগ তৈরি করা। প্যারিস চুক্তি অনুসারে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার মাধ্যমে জাস্ট ট্রানজিশন বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা।

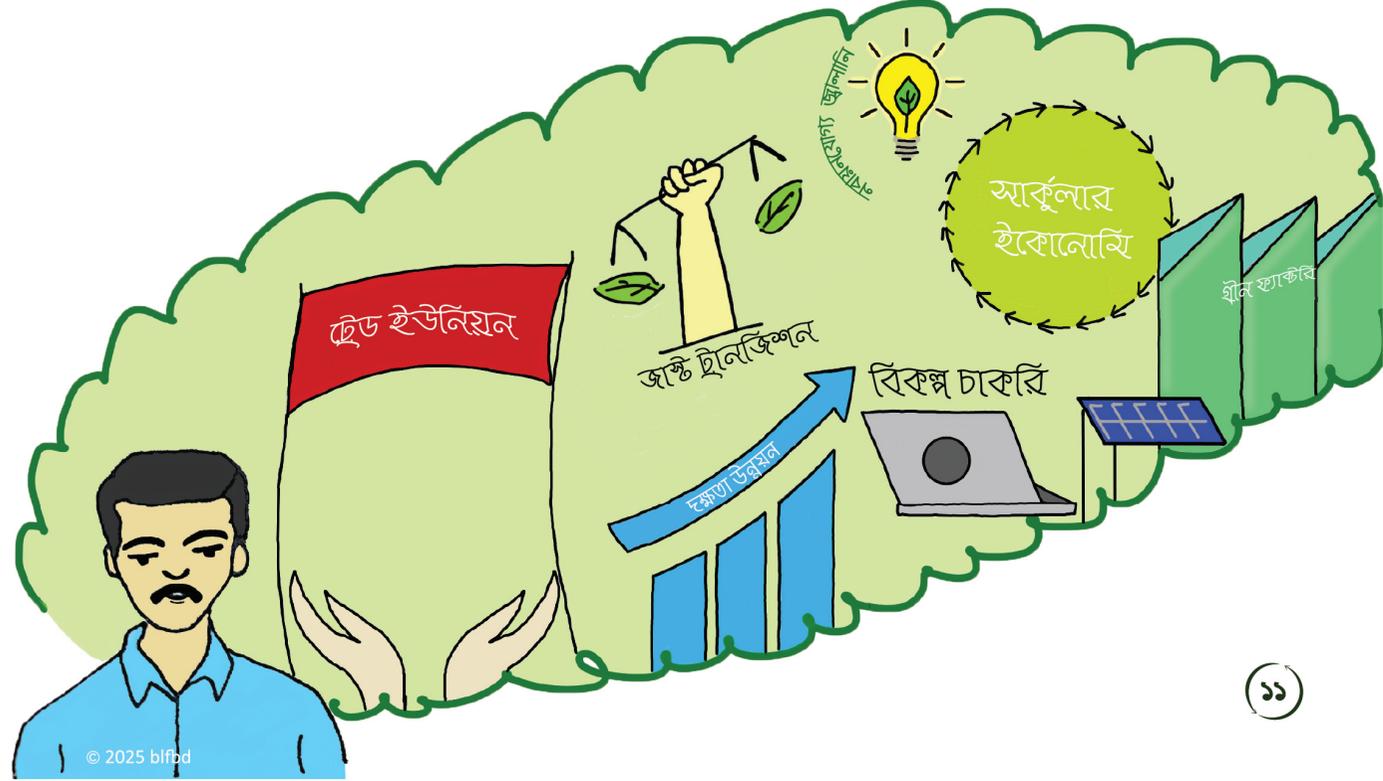
সামাজিক ন্যায্যবিচারের জন্য লড়াই করা

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকলের জন্য ন্যায্যবিচার নিশ্চিত করা।

নতুন দিনের স্বপ্ন

এই আলোচনাগুলো শুনে শরীফের মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়। তিনি ভাবতে থাকেন, যদি 'জাস্ট ট্রানজিশন' বাস্তবায়িত হয়, তাহলে তার মতো ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ পেতে পারে।

সেদিন রাতে প্রথমবারের মতো শরীফ নতুন এক দিনের স্বপ্ন দেখলেন- একটি দিন, যেখানে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে, যেখানে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা আছে, এবং যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করে সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।



জাস্ট ড্ৰিনজিশন ছাতা

© 2025 blfbd

দক্ষতা
উন্নয়ন

বিকল্প
চাকুৰি

নীতিমালা
প্ৰণয়ন

ট্ৰেড
ইউনিয়ন

নবায়নযোগ্য
শক্তি

শ্ৰম
অধিকাৰ

গ্ৰীন
ফ্যাক্টুৰি

সাকুল্যৰ
ইকোনোমি

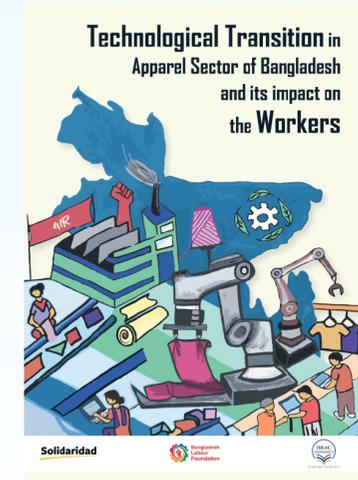
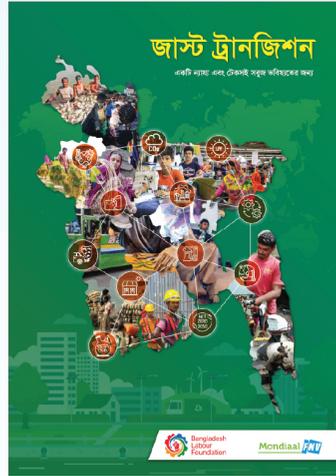
সামাজিক
সুৰক্ষা

বৰ্জ্য
ব্যবস্থাপনা

মানবাধিকাৰ ও
পৰিবেশ সংৰক্ষণ

সামাজিক সংলাপ

জাস্ট ট্রানজিশন সম্পর্কিত আমাদের প্রকাশনাসমূহ



জনবায়ু পরিবর্তন- শ্রম অধিকার বাস্তবায়ন সমাধানে চাই জাস্টি ট্রানজিশন

www.blfbd.com



+880222336-3851

www.blfbd.com

facebook.com/blfbd

linkedin.com/company/blfbd/

office@blfbd.com

youtube.com/@blfbd2580

